📖 বাস্তবতার কষ্টিপাথরে নবীজীর (সাঃ) বিয়ে 📖

নবী করীম (সাঃ) এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ঃ কোরআন মজীদ ও হাদীস শরীফ থেকে জানা যায়, নবী করীম (সাঃ) এর জন্য শরীয়তের কিছু বিধান নির্দিষ্ট ছিল, যেগুলো তাঁর উম্মতের জন্য প্রযোজ্য নয়।

যেমনঃ ১. নবী করীম (সাঃ) এর উপর তাহাজ্জুদের নামায ফরয ছিল, কিন্তু উম্মতের জন্য তা নফল। আসরের পর দু'রাকাত নামায পড়া তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল আর তিনি তাঁর উম্মতকে আসরের পর নফল নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

২. তাঁর ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের জন্য যাকাত, ফেতরা এবং যাবতীয় সদকা ভোগ করা হারাম করা হয়েছিল। কিন্তু অন্যদের জন্য তা হারাম নয়। ভোগ করার শর্ত পূরণ হলেই হল।

৩. তাঁর মীরাস বন্টন হতে পারে না। কিন্তু অন্য সকলের মীরাস শরীয়ত নির্ধারিতভাবে বন্টন করতে হবে।

৪. ঘুম দ্বারা হুযূর (সাঃ) এর ওযূ ভাঙ্গতো না। কিন্তু আমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠলে তার ওযূ ভেঙ্গে যাবে।

৫. "সাওমুল-বেসাল", নবী করীম (সাঃ) এর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। "বেসাল" এর অর্থ হল, কিছু না খেয়ে একাধিক্রমে রোযা রাখা। আর এরূপ রোযাকে "সাওমুল বেসাল" বলে। এভাবে রোযা রাখার অনুমতি অন্যদের জন্য নেই।

নবী করীম (সাঃ) বলেনঃ আমি রাত যাপন করি। আর তখন আমার রব আমাকে খাওয়ান ও পান করান। (মুয়াত্তা)

৬. নবী করীম (সাঃ) এর জন্য চারজনের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা হালাল ছিল। কিন্তু অন্যদের জন্য তা হারাম।

৭. স্ত্রীদের মধ্যে সমতাপূর্ণ ইনসাফ করা তার জন্য ওয়াজিব করা হয়নি। কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েম করা ওয়াজিব।

৮. কোন নারী যদি নিজেকে নবী (সাঃ) এর জন্য হেবা [দান] করে , তবে মহর ছাড়াই তাকে বিয়ে করার তাঁকে অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু অন্য কারো জন্য বিনা মহরে বিয়ে করার অনুমতি নেই।

৯. নবী করীম (সাঃ) এর ওফাতের পর তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণকে বিয়ে করা সমগ্র উম্মতের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছিল। কেননা, নবী করীম (সাঃ) এর পবিত্র স্ত্রীগণ মুমিনদের মাতা।

নবী করীম (সাঃ) এর বৈশিষ্ট্য এবং তার প্রতি আল্লাহ্ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ সম্পর্কে আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি সে সকল নারীর প্রতি দোষারোপ করতাম, যারা নিজেদেরকে রাসূল (সাঃ) এর জন্য হেবা করত এবং বলতাম, কোন নারী কি [লজ্জা ও আত্মমর্যাদা ত্যাগ করে] নিজেকে এরূপভাবে হেবা করে? কিন্তু যখন আল্লাহ্ এই আয়াত নাযিল করলেন, "হে নবী করীম (সাঃ)! তোমাকে স্বাধীনতা দেয়া হল। তোমার স্ত্রীদের মধ্য থেকে যাকে চাও তাকে নিজের নিকট থেকে আলাদা করে রাখ। যাকে চাও তাকে নিজের সাথে রাখ। আর যাকে চাও তাকে আলাদা রাখার পরে নিজের কাছে ডেকে নাও। এতে তোমার কোনই অপরাধ হবে না।" (সূরা আহ্যাবঃ ৫১ আয়াত)

তখন আমি [নবী করীম (সাঃ) কে] বললাম, [ইয়া রাসূলুলাহ্ (সাঃ)!] আপনার রব কেবল আপনার বাসনা পূরণেই ত্বরান্বিত করেন। (মুয়াত্তা)

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ পাক যদিও তাঁর রাসূল (সাঃ) কে কিছু বিশেষ সুযোগ দান করেছিলেন, তবুও তিনি স্ত্রীদের হক আদায়ের ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানদের মতই কাজ করতেন। যেমন, তিনি তাঁর সব স্ত্রীকেই মহর দিয়ে বিয়ে করেছিলেন এবং জিহাদে গমন করার সময় লটারীর মাধ্যমে স্ত্রীদেরকে নির্বাচিত করে সঙ্গে নিতেন।

উম্মুল মুমিনীনদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

১. খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ (রাঃ) (৫৫৪-৬১৯ খ্রীঃ)ঃ খাদীজা (রাঃ) এর বয়স যখন ৪০ বছর তখন নবী করীম (সাঃ) এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। নবী করীম (সাঃ) এর বয়স তখন ২৫ বছর। পূর্বে তিনি দু'বার বিধবা হন। নবী করীম (সাঃ) এর সাথে তাঁর বিবাহিত জীবন মোট পঁচিশ বছর। তাঁর গর্ভে দু'ছেলে কাসেম ও আব্দুল্লাহ্ (তৈয়ব/তাহের) ও চার কন্যা যয়নব (রাঃ), রুকাইয়্যা (রাঃ), উম্মে কুলসুম (রাঃ) এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ) জন্মগ্রহন করেন। নবী করীম (সাঃ) এর জীবদ্দশায় কেবল ফাতেমা (রাঃ) ছাড়া তাঁরা সকলেই ইন্তেকাল করেন।

হযরত খাদীজা ছিলেন অনেক ধন-সম্পদের মালিক। তিনি উপযাচক হয়েই হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। বিয়ের পর প্রায় ১৫ বছরের মাথায় যখন নবী (সাঃ) নবুওত লাভ করলেন তখন খাদীজা (রাঃ) তাঁর সমস্ত বিষয় সম্পদ ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন।

নবুয়তের দশম বর্ষে, পঁয়ষট্টি বছর বয়সে (যখন হুযূর (সাঃ) এর বয়স ৫০ বছর) তিনি মক্কায় ইন্তেকাল করেন। মক্কার "জান্নাতুল মা'আলা" কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

২. সাওদা বিনতে যাম'য়া (রাঃ) (৫৭০-৬৪৫)ঃ নবুয়তের দশম বর্ষে, ৫০ বছর বয়সে নবী করীম (সাঃ) এর সাথে সাওদা (রাঃ) এর বিয়ে হয়, উলেখ্য উভয়ের বয়সই তখন ছিল ৫০ বছর। হুযূর (সাঃ) এর সাথে বিয়ের পূর্বে তাঁর চাচাত ভাই সাকরান ইবনে আমর এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। উভয়ে ইসলাম কবুল করার পর তাঁরা হাবশায় [ইথিওপিয়া] হিজরত করেন এবং বহু কষ্ট ও মসিবত সহ্য করেন। স্বামীর মৃত্যুর কারণে তিনি ভীষণভাবে বিপদগ্রস্ত হন। এদিকে খাদিজা (রাঃ) এর ওফাত হলে, তাঁর কন্যাদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই সময় হুযূর (সাঃ) এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়।

ইমাম বুখারী ও ইবনে কাসীরের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ওমর (রাঃ) এর খেলাফতের শেষ দিকে হযরত সওদা (রাঃ) এর ইন্তেকাল হয় এবং তাঁকে মদীনায় জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। সে সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

৩. আয়েশা বিনতে আবু বকর (রাঃ) (৬১৩-৬৭৮ খ্রীঃ)ঃ নবুয়তের দশম বছরের শেষের দিকে ছয় উর্দ্ধ বছর বয়সে নবী করীম (সাঃ) এর সাথে আয়েশা (রাঃ) এর বিয়ে হয়। নবী করীম (সাঃ) এর স্ত্রীগনের মধ্যে কেবল তিনিই ছিলেন কুমারী। নয় বছর বয়সে তিনি নবী গৃহে আসেন। তখন তিনি সাথে করে খেলনাও নিয়ে এসেছিলেন। হযরত আয়েশার (রাঃ) বয়স যখন ১৮ বছর তখন নবী (সাঃ) এর ওফাত হয় (মুসলিম)। হুযূরের (সাঃ) ওফাতের পর তিনি ৪৮ বছর জীবিত ছিলেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা জিব্রাইল (আঃ) তাঁর [আয়েশার] আকৃতিতে একটি জিনিস সবুজ বর্ণের রেশমী কাপড়ে পেঁচিয়ে এনে রাসূল (সাঃ) কে বলেনঃ ইনিই দুনিয়া ও আখেরাতে আপনার স্ত্রী হবেন (তিরমিযী)। এ থেকে জানা গেল, আয়েশা (রাঃ) কে বিয়ে করার জন্য আল্লাহ্ পাক হুযূর (সাঃ) এর কাছে ওহী পাঠিয়েছিলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্না। তিনি পবিত্র কোরআনের হাফেযা ছিলেন। উম্মতের অর্দ্ধাংশ নারী জাতির অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়াদি সরাসরি আয়ত্ব করতঃ প্রচার করার দায়িত্ব ছিল হযরত আয়েশা (রাঃ) এর উপর। তিনি নবী করীম (সাঃ) এর কাছ থেকে চার হাজারেরও অধিক হাদিস বর্ণনা করেন। সাহাবায়ে

কেরাম ও তাবেয়ীগনের এক উল্লেখযোগ্য অংশ হযরত আয়েশার নিকট থেকে হাদিস শ্রবণ করার পাশাপাশি ফতওয়াও গ্রহন করতেন। তিনি তাঁর ভাই ও বোনের ছেলেদেরকে লালন-পালন করে বিশিষ্ট আলেম রূপে গড়ে তোলেন। ৫৮ হিজরী সনে ৬৫ বছর বয়সে তিনি মদীনায় ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

৪. হযরত হাফসা বিনতে উমর (রাঃ) (৬০৪-৬৬৭ খ্রীঃ)ঃ হিজরী তৃতীয় সনে নবীজী (সাঃ) এর সাথে হাফসা (রাঃ) এর বিয়ে হয়। প্রথমে হযরত খুনাইস ইবনে হুযাইফা (রাঃ) এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। হযরত খুনাইস (রাঃ) বদর যুদ্ধে মারাত্নকভাবে আহত হয়ে মদীনায় ফিরে আসেন এবং কিছুদিন পর ইন্তেকাল করেন।

এই সময় হযরত ওমর (রাঃ) বিধবা কন্যা হাফসা (রাঃ) কে নিয়ে ভীষন চিন্তায় পড়ে যান ও তার বিয়ে দেয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। এ সময় তিনি প্রথমে হযরত আবু বকর ও পরে হযরত ওসমানের কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যান। এ দু'জায়গায় তিনি বিফল মনোরথ হ'লেও পরবর্তীতে নবী করীম (সাঃ) নিজেই হযরত হাফসা (রাঃ) কে বিয়ে করেন। এতে ওমর (রাঃ) যার পর নাই খুশী হন।

হযরত আয়েশার (রাঃ) পর (বিচ্ছিন্ন আকারে লিখিত) কোরআন রক্ষনের (কোরআন মূদ্রনপূর্ব সময়ে) দায়ীত্ব হযরত হাফসার উপরই বর্তায়। হিজরী ৪৫ সনে ৬৩ বছর বয়সে হাফসা (রাঃ) মদীনায় ইন্তেকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

৫. হযরত যয়নব বিনতে খুযায়মা (রাঃ) (৫৯৬-৬২৬ খ্রীঃ)ঃ হিজরী তৃতীয় সনের রমযান মাসে নবী করীম (সাঃ) এর সাথে হযরত যয়নব বিনতে খুযাইমা (রাঃ) এর বিয়ে হয়। তাঁর প্রথম স্বামী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ (রাঃ) উহুদ যুদ্ধে ও দ্বিতীয় স্বামী হযরত উবায়দা ইবনুল হারেস (রাঃ) বদর যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন। মিসকীনদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হওয়ার কারনে তাঁকে উম্মুল মাসাকীন বলা হয়।

মাত্র ৩০ বছর বয়সে এবং হুযূর (সাঃ) এর সাথে ৩ মাস বিবাহিত জীবন যাপন করার পর মদীনায় তাঁর ইন্তেকাল হয়। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

৬. হযরত উম্মে সালামা বিনতে আবূ উমাইয়া (রাঃ) (৫৯৯-৬৮৩ খ্রীঃ)ঃ উম্মে সালামা (রাঃ) এর প্রকৃত নাম হিন্দা। তিনি আবু জেহেলের চাচাতো বোন ছিলেন। তাঁর পূর্ব স্বামীর ছেলের নাম সালামা। এ জন্য তাঁর নাম উম্মে সালামা [সালামার মা] এবং তাঁর পূর্ব স্বামীর নাম ছিল আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবুল আসাদ মাখযুমী। কিন্তু সালামার বাবা হিসেবে তাঁকে আবু সালামা বলে ডাকা হতো।

আবু সালামা (রাঃ) ছিলেন নবী করিম (সাঃ) এর দুধভাই। ইসলামের প্রাথমিক যুগে উম্মে সালামা (রাঃ) ও আবু সালামা (রাঃ) ইসলাম কবুল করেন। মক্কার কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে তারা হাবশায় হিজরত করেন। কিছুদিন পর স্বাস্থ্যগত কারণে তারা মক্কায় ফিরে আসেন।

এরপর তাঁরা মদীনায় হিজরত করার সময় তাঁদের গোত্রের লোকেরা তাঁদেরকে দারুণ কষ্ট দেয়। আবূ সালামা (রাঃ) হিজরত করতে সক্ষম হন। কিন্তু উম্মে সালামা (রাঃ) কে তাঁর গোত্রের লোকেরা যেতে দিল না। অনেক কষ্টের পর তিনি তাঁর সন্তান সহ এক বছর পর মদীনায় স্বামীর কাছে পৌঁছেন। আবূ সালামা (রাঃ) উহুদ যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হন এবং পরে ইন্তেকাল করেন। ঐ সময় উম্মে সালামা (রাঃ) গর্ভবতী এবং দু'পুত্র ও এক কন্যার মা ছিলেন।

তাঁর দুঃখকষ্ট লাঘব করার জন্য আবূ বকর (রাঃ) তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি তা নাকচ করে দেন। অতঃপর রসূল (সাঃ) তাঁর কাছে প্রস্তাব পাঠান। তখন উম্মে সালামা (রাঃ) কয়েকটি শর্ত আরোপ করে নবী করীম

(সাঃ) কে জানান ঃ আমি একজন বয়স্কা নারী, আমার চারটি সন্তান রয়েছে এবং আমি খুবই আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্না। তখন নবী করীম (সাঃ) জানান ঃ আমি তোমার চেয়ে অধিক বয়স্ক, তোমার সন্তান চারটি আল্লাহ্ ও তার রাসূলের পরিবারভূক্ত এবং তোমার অন্তরের বিষয়ের জন্য আমি আল্লাহ্র কাছে দোয়া করব। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) এর সাথে হিজরী চতুর্থ সনের শাওয়াল মাসে তাঁর বিয়ে হয়।

উম্মুল মুমিনীনদের মধ্যে সবশেষে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর শাহাদতের পর মদীনায় তাঁর ইন্তেকাল হয় জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

৭. হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) (৫৮৯-৬৪২ খ্রীঃ)ঃ ইনি হলেন, নবী করীম (সাঃ) এর ফুফাত বোন। প্রথমে নবী করিম (সাঃ) এর পালিত পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে বনিবনা না হওয়ায় যায়েদ (রাঃ) তাঁকে তালাক দেন। ঐ সময় নবী করীম (সাঃ) এর চারজন স্ত্রী বর্তমান ছিলেন। তাঁরা হলেনঃ ১. সাওদা (রাঃ), ২. আয়েশা (রাঃ), ৩. হাফসা (রাঃ) ও ৪. উম্মে সালামা (রাঃ)।

এমতাবস্থায় নবী করীম (সাঃ) এর ফুফাত বোন যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) তালাক প্রাপ্তা এবং যায়েদ (রাঃ), তাঁর পালিত পুত্র। নবী করীম (সাঃ) কি এখন চার জনের বেশী বিয়ে করতে পারবেন এবং পালিত পুত্রের তালাক দেয়া স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারবেন, এ সমস্যাগুলোর সমাধান আল্লাহ্ পাক এভাবে করে দিলেনঃ

“হে নবী করীম (সাঃ)! আমি তোমার জন্য হালাল করে দিয়েছি তোমার [পূর্ববর্তী] স্ত্রীদেরকে যাদের মহর তুমি আদায় করে দিয়েছ এবং এমন নারীদেরকে যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত দাসীদের মধ্য থেকে তোমার মালিকানাধীন হয়েছে। আর তোমার চাচাত, ফুফাত, মামাত, খালাত বোনদেরকে, যারা তোমার সাথে হিজরত করেছে এবং এমন মুমিনা নারীকে যে নিজেকে নবীর কাছে নিবেদন করে, যদি নবী করীম (সাঃ) তাকে বিয়ে করতে চায়। এ সুবিধাদান বিশেষ করে তোমার জন্য, অন্য মুমিনদের জন্য নয়।” (সূরা আহ্যাবঃ ৫০ আয়াত)

আল্লাহ্ পাক আরো বলেনঃ “হে নবী করীম (সাঃ) তুমি [যয়নবকে বিয়ে করতে] লোকভয় করছিলে, অথচ আল্লাহ্ এর বেশী হকদার যে, তুমি তাকেই ভয় করবে। তারপর যখন তার [যয়নবের] উপর থেকে যায়েদের সকল প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল [অর্থাৎ সে তাকে তালাক দিল, এবং তার ইদ্দত পালনের মেয়াদ শেষ হল], তখন আমি সেই [যয়নবের] বিয়ে তোমার সাথে দিয়ে দিলাম।” (সূরা আহ্যাবঃ ৩৭ আয়াত)

নবী করীম (সাঃ) হিজরী পঞ্চম সনের প্রথম দিকে যয়নব (রাঃ) কে বিয়ে করেন। হুজুর (সাঃ) এর ওফাতের পর পত্নীগণের মধ্যে হযরত যয়নবই সর্বপ্রথম ইন্তেকাল করেন। নির্ভরযোগ্য সূত্র অনুযায়ী হিজরী ২০ সনে ইনি মদীনায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর জানাযার নামায পড়ান হযরত ওমর (রাঃ)। এ সময় হযরত যয়নব (রাঃ) এর বয়স ছিল ৫৩ বছর। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত করা হয়।

৮. হযরত জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রাঃ) (৬০৭-৬৭২ খ্রীঃ)ঃ তিনি বনু মুস্তালিক যুদ্ধের বন্দিনী ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন বিখ্যাত বেদুঈন গোত্র বনু মুস্তালিকের সর্দার হারেস ইবনে যেরারা। জুয়াইরিয়ার (রাঃ) স্বামী মাসাফেহ্ ইবনে সাফওয়ান বনী মুস্তালিকের যুদ্ধে নিহত হন। গণিমতের মাল বন্টনের সময় জুয়াইরিয়া (রাঃ) সাবেত ইবনে কায়েস (রাঃ) এর ভাগে পড়েন। কিন্তু তিনি সর্দারের কন্যা হওয়ায় দাসীর জীবন যাপন করবেন, এটা তাঁর বরদাশত হল না। আযাদ হওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন। তিনি সাবেত (রাঃ) এর সাথে এই চুক্তি করলেন যে, তাঁকে নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ দিয়ে তিনি স্বাধীনা হবেন।

ইবনে হিশাম বলেনঃ জুয়াইরিয়া (রাঃ) এর পিতা হারিস, কন্যার মুক্তিপণসহ মদীনায় এসে নবী করীম (সাঃ) এর আচরণে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম কবুল করেন। অতঃপর কন্যাকে মুক্ত করে রাসূল (সাঃ) এর সাথে তাঁর বিয়ে দেন।

হিজরী পঞ্চম সনের শাবান মাসে এই বিয়ে হয়। বিয়ের পর লোকেরা বলতে লাগল, বনূ মুস্তালিক গোত্রের লোকেরা নবী করীম (সাঃ) এর শ্বশুর কুলের লোক। অতঃপর তাদের একশ, বা বর্ণনাভেদে ছয়শ এর অধিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। অতঃপর এই গোত্রের বিপুল সংখ্যক লোক স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামে দীক্ষিত হন।

হযরত জুয়াইরিয়া (রাঃ) হিজরী ৫৩ সনে মদীনায় ইন্তেকাল করেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৫ বছর। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

৯. হযরত রাইহানা বিনতে শামউন (রাঃ) (৫৮৮-৬৩১ খ্রীঃ)ঃ তিনি জন্মগতভাবে ইয়াহূদী জাতির বনূ নযীর গোত্রের রমণী। কিন্তু বনূ কুরাইযা গোত্রে প্রথমে হাকামের সাথে তাঁর বিয়ে হয়।

বনূ কুরাইযার লোকেরা আত্মসমর্পণ করলে, তাদেরকে বন্দী করে রাখা হয়। রাইহানা (রাঃ) নারী বন্দিনীদের অন্যতম ছিলেন। গণিমতের মাল বন্টনকালে নবী করীম (সাঃ) তাঁকে নিজ হেফাযতে রেখে বলেন ঃ তুমি ইসলাম কবুল করলে, আমি তোমার দায়িত্ব নিতাম। কিন্তু তিনি প্রথমে তা অস্বীকার করেন। কয়েকদিন পর, রাইহানা (রাঃ) ইসলাম কবুল করলে, সালাবা ইবনে সায়া (রাঃ) এ শুভ সংবাদ হুজুর (সাঃ) কে জানান।

এক বর্ণনা মতে, নবী করীম (সাঃ) হিজরী ষষ্ঠ সনে তাঁকে মুক্তি দিয়ে তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। নবী করীম (সাঃ) বিদায় হজ্জ শেষে যখন মদীনায় পৌঁছেন, তখন রাইহানা (রাঃ) ইন্তেকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত করা হয়। ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৩ বছর।

১০. হযরত উম্মে হাবীবা বিনতে আবূ সুফিয়ান (রাঃ) (৫৯২-৬৬৬ খ্রীঃ)ঃ তাঁর প্রকৃত নাম রামলাহ্। তাঁর পিতা ছিলেন কুরাইশ সর্দার আবু সুফিয়ান ও মাতা ছিলেন সাফিয়া বিনতে আবুল আস। প্রথমে উবাইদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশের সাথে তার বিয়ে হয়। ইসলাম কবুল করার পর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মক্কা থেকে হাবশায় হিজরত করেন। সেখানে হাবীবা নামে তাদের এক কন্যা জন্মলাভ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হল, তাঁর স্বামী উবাইদুল্লাহ অতিরিক্ত মদ পান করতে থাকে এবং খ্রীষ্টান হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, সে উম্মে হাবীবা (রাঃ) কেও ইসলাম ত্যাগ করতে বলে। এরপর সে মারা যায়।

ঐ সময় উম্মে হাবীবার (রাঃ) চরম বিপদ। তিনি মক্কায় তাঁর কাফির ও ইসলামের দুশমন পিতা আবূ সুফিয়ানের কাছেও যেতে পারেন না এবং একটি শিশু কন্যা নিয়ে বিধবা অবস্থায় হাবশায় থাকাও তাঁর পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে পড়ে।

এসময় নবী করীম (সাঃ), আমর ইবনে উমাইয়া জামারী নামক একজন সাহাবীকে দিয়ে বাদশা আসহাম নাজ্জাশীর নিকট এই মর্মে বার্তা প্রেরন করেন যে, উম্মে হাবীবাকে যেন সাধ্যমত সাহায্য-সহযোগিতা করা হয়। সে যদি নবী করীম (সাঃ) এর অন্তঃপুরে স্থানলাভ করতে আগ্রহী হয় তবে নাজ্জাশী যেন স্বয়ং উকিল হয়ে বিয়ে পড়িয়ে দেন। অতঃপর নাজ্জাশী হুজুর (সাঃ) এর পক্ষ থেকে তিন চার হাজার দেরহাম মহর আদায় করে বিয়ে সম্পাদন করেন ও আবরাহা/শুরাহবীল ইবনে হাসানা নাম্নী একজন পরিচারিকাকে সঙ্গে দিয়ে উম্মে-হাবীবাকে (রাঃ) মদীনায় প্রেরণ করেন। উম্মে হাবীবা (রাঃ) প্রায় দশ বছর যাবৎ হাবশায় ছিলেন। (আবূ দাউদ ও নাসায়ী)

এ বিয়ে হিজরী সপ্তম সনের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত হয়। হিজরী ৪৪ সালে ৭৪ বছর বয়সে তিনি মদীনায় ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে সমাধীস্থ করা হয়।

১১. হযরত সাফিয়া বিনতে হুয়াই (রাঃ) (৬১২-৬৭২ খ্রীঃ)ঃ হযরত সাফিয়া (রাঃ) এর প্রথম বিয়ে হয়েছিল ইহুদী তাত্বিক সানাম ইবনে মুশ্‌কিম কুরযীর সঙ্গে। সানাম তাকে তালাক দেয়ার পর কেনানা ইবনে আবীল হাক্বীকের সাথে তার বিয়ে হয়। কেনানা খায়বর যুদ্ধে নিহত হলে ইনি যুদ্ধবন্দীরূপে মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হন। খায়বর বিজয়ের পর যুদ্ধবন্দীদের যখন বন্টন করা হয়, তখন সাফিয়া (রাঃ) দেহ্‌ইয়া কাল্‌বী (রাঃ) নামক এক সাহাবীর অংশে পড়েন। তখন সাহাবীগণ বলেন, সাফিয়া (রাঃ) সম্ভ্রান্ত বংশ বনী ইসরাইলের অন্তর্ভুক্ত এবং তিনি ইয়াহুদি সরদার হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা। সুতরাং তার সম্মানের দিকে লক্ষ্য করলে, তাঁকে নবী (সাঃ) এরই গ্রহন করা উচিত। অতঃপর দেহ্‌ইয়া কালবী (রাঃ) কে অন্য বন্দিনী দিয়ে নবী করীম (সাঃ) সাফিয়া (রাঃ) কে গ্রহন করেন এবং তাঁকে মুক্ত করে বিয়ে করেন। এ বিয়ে হিজরী সপ্তম সনে খায়বর বিজয়ের পরে অনুষ্ঠিত হয়।

হযরত সাফিয়া (রাঃ) হিজরী ৫০ সনের রমযান মাসে ৬০ বছর বয়সে মদীনায় ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

১২. হযরত মাইমুনা বিনতে হারিস (রাঃ) (৫৯৩-৬৭৩ খ্রীঃ)ঃ মাইমুনা (রাঃ) হলেন, উম্মুল ফজল (রাঃ) এর বোন এবং নবী (সাঃ) এর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) এর শ্যালিকা। তিনি বিধবা হলে, নিজেকে নবী করীম (সাঃ) এর উদ্দেশ্যে হেবা করেন। হিজরী সপ্তম সনের শাওয়াল মাসে মক্কা নগরীর অদূরে সারফ নামক স্থানে হযরত আব্বাসের (রাঃ) মধ্যস্থতায় নবী করীমের (সাঃ) সাথে তাঁর বিয়ে হয়। এটিই ছিল নবী করীম (সাঃ) এর শেষ বিয়ে।

ঘটনাচক্রে হিজরী ৫১ সনে ৮০ বছর বয়সে এই সারফ নামক স্থানেই তাঁর ইন্তেকাল হয়। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। এখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত মারিয়া কিব্‌তিয়া (রাঃ) (৫৯০-৬৩৮ খ্রীঃ)ঃ হিজরী ষষ্ঠ সনে হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পাদন করা হয়। এরপর নবী করীম (সাঃ) বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছান। একটি চিঠি হাতিব ইবনে আবিবালতার (রাঃ) মারফত মিশরের শাসক মুকাওকিসের কাছে পাঠান। মুকাওকিস পত্র-বাহককে বিশেষ সম্মানের সাথে গ্রহন করেন। এরপর তিনি তাঁর মারফত মারিয়া ও শীরীন নামে দু'জন দাসী এবং প্রচুর উপঢৌকন নবী করীম (সাঃ) এর উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন। এঁরা দু'জনই ইসলাম কবুল করেন।

নবী করীম (সাঃ) মারিয়া (রাঃ) কে নিজ অন্তঃপুরে স্থান দেন এবং শীরীন (রাঃ) কে কবি হাস্‌সান ইবনে সাবেত (রাঃ) কে দান করেন। মারিয়া (রাঃ) এর গর্ভেই নবী (সাঃ) এর সন্তান ইব্রাহীম (রাঃ) জন্মগ্রহন করেন এবং শিশুকালেই তিনি ইন্তেকাল করেন। উম্মুল মুমিনীনদের মধ্যে খাদিজা (রাঃ) ও মারিয়াম (রাঃ) ছাড়া অন্য কারো গর্ভে নবী করীম (সাঃ) এর কোন সন্তান জন্মগ্রহন করেননি।

হযরত মারিয়া (রাঃ) ৪৮ বছর বয়সে মদীনায় ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

নবী করীম (সাঃ) রাইহানা (রাঃ), জুয়াইরিয়া (রাঃ) ও সাফিয়া (রাঃ) কে মুক্তিদান করে তাঁদেরকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু মারিয়া (রাঃ) দাসী থেকে নবী করীম (সাঃ) এর মালিকানাধীন হওয়ায় তাঁর সাথে তিনি দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করেন। নবী করীম (সাঃ) তাঁকে মুক্তি দিয়ে বিয়ে করেন, এরকম কথা প্রামান্য কোন গ্রন্থে এজন্যই পাওয়া যায় না।

সূরা আহ্‌যাবের ৫০ আয়াত মোতাবেক নবী করীম (সাঃ) আল্লাহ্‌ পাকের এ বিশেষ অনুগ্রহটি লাভ করেন। আল্লাহ্‌ পাক বলেনঃ "[হে নবী করীম (সাঃ)! আমি তোমার জন্য হালাল করে দিয়েছি,] এমন নারীদেরকে যারা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত দাসীদের মধ্য থেকে তোমার মালিকানাধীন হয়েছে।"

নবী করীম (সাঃ) এর উল্লেখিত ১২ জন পুণ্যাত্মা স্ত্রীদের মধ্যে তিনজন তাঁর জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেন। তাঁরা হলেনঃ ১.হযরত খাদিজা (রাঃ), ২.হযরত যয়নব বিনতে খুযাইমা (রাঃ) এবং ৩. রাইহানা (রাঃ)।

হুযুরের (সাঃ) ইন্তেকালের সময় তাঁর যে নয়জন স্ত্রী বেঁচে ছিলেন তাঁরা হলেনঃ ১.হযরত সাওদা (রাঃ), ২.হযরত আয়েশা (রাঃ), ৩.হযরত হাফসা (রাঃ), ৪.হযরত উম্মে সালামা (রাঃ), ৫.হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ), ৬.হযরত জুয়াইরিয়া (রাঃ), ৭.হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ), ৮.হযরত সাফিয়া (রাঃ), ও ৯.হযরত মাইমুনা (রাঃ)।

আল্লাহ্পাক বলেনঃ "[হে নবী করীম (সাঃ)!] এরপর তোমার জন্য অন্য নারীরা আর হালাল নয় এবং এদের জায়গায় অন্য স্ত্রীদের গ্রহন করবে, এটারও কোন অনুমতি নেই।" (সূরা আহ্যাবঃ ৫২ আয়াত)

এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার সময় হুযূর (সাঃ) এর উল্লিখিত নয়জন স্ত্রী বর্তমান ছিলেন। তখন ছিল হিজরী সপ্তম সনের শেষের দিক এবং তাঁর বয়স তখন ৬০ বছর। আর ইন্তেকালের সময় হুযূরের (সাঃ) বয়স ছিল ৬৩ বছর। [৫৭০-৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ]

দ্বীনের প্রয়োজনে উম্মুল মুমিনীনঃ

১. নবী করীম (সাঃ) এর স্ত্রীগণ এ দুনিয়ায় ইসলামের জন্য তাঁদের কোরবানীর এক চরম দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। হুযূরের (সাঃ) স্ত্রীদের সংখ্যা আল্লাহ্ পাকের দৃষ্টিতে কোন বিবেচ্য বিষয় ছিল না। বরং তাঁরা দ্বীন প্রতিষ্ঠায় সার্বিকভাবে নবী করীম (সাঃ) কে সাহায্য করার প্রয়োজনে তাঁদের যেকোন সংখ্যাই আল্লাহ্র কাছে গ্রহনযোগ্য ছিল। মানুষের সার্বিক কল্যান সাধনের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত এ দুনিয়ায় যেন দ্বীন ইসলাম পূর্ণরূপে কায়েম থাকে, তার জন্যই তাঁরা এক চরম কোরবানীর পথ বেছে নেন।

উদাহরণ স্বরূপ নবী করীম (সাঃ) এর ওফাতের সময় হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর। অথচ শুধু উম্মুল মুমিনীন হওয়ার কারনেই তিনি পরে আর বিয়ে করেননি। ৬৫ বছর বয়সে মৃত্যুকালিন সময় পর্যন্ত তিনি এভাবেই কাটান। ইসলামের জন্য এটা তাঁর এক অনন্য কোরবানী।

আল্লাহ্ পাকের ঘোষণা হলঃ "নবী করীম (সাঃ) এর স্ত্রীগণ তাদের [মুমিনদের] মাতা।" (সূরা আহ্যাবঃ ৬ আয়াত)

"তাঁর [নবী (সাঃ) এর ইন্তেকালের] পরে তাঁর স্ত্রীদের বিয়ে করা জায়েয নয়।" (সূরা আহ্যাবঃ ৫৩ আয়াত)

"হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে তোমরা তোমাদের কথাকে নরম করো না। এতে যার অন্তরে রোগ আছে, সে বদলালসা করতে পারে। সুতরাং তোমরা নিয়মের [জরুরী] কথা বলবে। এছাড়া তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান করবে এবং জাহেলিয়াত যুগের নিয়মানুসারে বাইরে ঘোরাফিরা করবে না।" (সূরা আহ্যাবঃ ৩২, ৩৩ আয়াত)

"[হে লোকসকল!] তোমরা যখন তাদের [নবীর স্ত্রীদের] নিকট কোন জিনিস চাইবে, তখন পর্দার পেছন থেকে চাইবে। এটা তোমাদের ও তাদের অন্তরসমূহ পবিত্র রাখার জন্য বেশী উপযোগী।" (সূরা আহ্যাবঃ ৫৩ আয়াত)

উল্লেখিত আয়াতগুলো থেকে জানা গেল, উম্মুল মুমিনীনদের বিয়ে করা হারাম। আবার তাঁরা আমাদের মায়েদের মতও নন। তাঁদের সাথে সাবধানে কথা বলতে হবে এবং পর্দার পেছনে থেকে প্রয়োজনীয় কোন কিছু চাইতে হবে।

২. উম্মুল মুমিনীনদের দ্বারা শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়েছিল। তাঁদের উপর কোরআন বর্ণনা করার এক বিরাট দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।

আল্লাহ্ পাক বলেনঃ “আর [হে নবীর স্ত্রীগণ!] আল্লাহ্র আয়াত এবং জ্ঞানের যেসব কথা তোমাদের বাড়ীতে শুনানো হয়, তা মনে রেখো ও বর্ণনা করো।” (সূরা আহ্যাবঃ ৩৪ আয়াত)

নবী করীম (সাঃ) এর কথা ও কাজকে সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করা কেবল পুরুষ সাহাবীদের দ্বারা সম্ভব ছিল না। যেমন নবী গৃহে সার্বক্ষনিকভাবে কোন পুরুষের উপস্থিতি এক অবাস্তব ব্যাপার ছিল। এ ছাড়া মহিলা বিষয়ক দীনি বিধিবিধান অনুধাবন ও প্রচার প্রসার মহিলাদের দ্বারাই শুধু সম্ভব। আবার মহিলা ও পুরুষের অবাধ মেলামেশাও নিষিদ্ধ ছিল। তাই মহিলাদের মধ্যে কাজ করার কেবল মাত্র একটি পথই নবী করীম (সাঃ) এর জন্য খোলা ছিল। আর সেটি হল, বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন যোগ্যতা সম্পন্ন মহিলাদের তিনি বিয়ে করতেন এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় সব রকম শিক্ষা প্রদান করতেন। তারপর তাদের মাধ্যমে শহর ও গ্রামের সর্ব বয়সী মহিলাদের দীনের শিক্ষা দিতেন।

তাছাড়া বিভিন্ন বয়সী এবং বিভিন্ন অবস্থার মহিলাদের বিয়ে করে তাদের সাথে স্বামী হিসেবে কি রকম আচরণ করতে হবে, তিনি তার দৃষ্টান্তগুলো নিজ আমল দ্বারা প্রতিয়মান করেন। তিনি ছিলেন সর্বশেষ নবী। তাই এভাবেই তিনি তার আদর্শ কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় কায়েম রাখার ব্যবস্থা করেন।

৩. নবীজী (সাঃ) এর প্রতিটি বিয়েতেই জাতীয় স্বার্থ নিহিত ছিল। যেসব দ্বীনদার মহিলা, ইসলামের জন্য চরম কষ্ট ভোগ করেছেন, নিজ পরিবার ও গোত্র ত্যাগ করেছেন, জন্মভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন বা স্বামীহারা হয়েছেন, প্রবোধ ও সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তিনি তাদেরকে বিয়ে করেছেন। আর এভাবে তাদেরকে মর্যাদাশালী করেছেন।

ইসলামের জন্য আবূ বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ) ও আব্বাস (রাঃ) এর কোরবানীর তুলনা নাই। তাঁদের মনতুষ্টির জন্য তিনি আবু বকরের (রাঃ) কন্যা আয়েশা (রাঃ) কে, ওমর (রাঃ) এর কন্যা হাফসা (রাঃ) কে এবং আব্বাস (রাঃ) এর শ্যালিকা মাইমুনা (রাঃ) কে বিয়ে করেন। সাওদা (রাঃ), যয়নব বিনতে খুযায়মা (রাঃ), উম্মে সালামা (রাঃ) ও উম্মে হাবীবা (রাঃ) কে বিয়ে করে তিনি বিপদগ্রস্ত ও বিধবা মহিলাদের সাহায্য করেন। জুয়াইরিয়া (রাঃ), রাইহানা (রাঃ) ও সাফিয়া (রাঃ) ছিলেন ইয়াহুদী পরিবারের মহিলা। তাঁদের বিয়ে করায় ইয়াহুদীদের শত্রুতা স্তিমিত হয়ে পড়ে। যায়েদ (রাঃ) ছিলেন তাঁর গোলাম ও পালিতপুত্র। যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) ছিলেন হুযুরের (সাঃ) ফুফাত বোন। যায়েদ (রাঃ) কে গোলামী থেকে মুক্ত করে উচ্চ বংশের যয়নব (রাঃ) এর সাথে বিয়ে দিয়ে, তিনি বংশগত ভেদাভেদ দূর করেন। যয়নব (রাঃ) তালাক প্রাপ্তা হলে, আল্লাহ্র নির্দেশে তিনি তাঁকে বিয়ে করেন এবং পালিতপুত্র যে নিজের ঔরসজাত পুত্রের মত নয়, তাঁর তালাক দেয়া স্ত্রীকে বিয়ে করে, তিনি একটি সামাজিক কুপ্রথা উচ্ছেদ করেন।

এছাড়া উম্মে সালামা (রাঃ) ছিলেন আবু জাহল ও খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ) এর গোত্রের মহিলা। তাঁকে বিয়ে করার ফলে, ঐ গোত্রের শত্রুতার তীব্রতা কমে আসে। উম্মে হাবীবার (রাঃ) পিতা আবূ সুফিয়ান (রাঃ), ইসলাম কবুল করার পূর্বে নবী করীম (সাঃ) ও ইসলামের একজন কট্টর দুশমন ছিলেন। কিন্তু উম্মে হাবীবার (রাঃ) সাথে হুযুরের (সাঃ) বিয়ের পর আবু সূফিয়ান (রাঃ) তাঁর বিরুদ্ধে আর অস্ত্র ধরেননি।

৪. নবী করীম (সাঃ) এর একাধিক বিয়ে এবং মুমিনদের একাধিক বিয়ের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। নবী করীমের (সাঃ) স্ত্রীগণ ইসলামী সমাজ গঠনের ব্যাপারে তাঁকে সব রকমভাবে সহায়তা দান করবেন, এটাই ছিল মূল কারণ।

অপরপক্ষে একজন মুমিন ব্যক্তির জন্য একজন নারীকে বিয়ে করাই উত্তম। বিশেষক্ষেত্রে, যেমন যুদ্ধের জন্যে পুরুষ কমে গেলে ও নারী বৃদ্ধি পেলে, স্ত্রীর রূগ্নতা, বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদির জন্য ইসলাম তাকে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহনের অনুমতি দিয়েছে। তবে ঐসব ক্ষেত্রে, তার উপর কয়েকটি কঠোর শর্তও আরোপ করেছে। যেমন সকল স্ত্রীর জন্য খোরপোষ,

বাসস্থান ও পরিধেয় প্রদান, তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা ইত্যাদিকে তার উপর বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। যার ফলে, একাধিক বিয়ে, কার্যত একটি অস্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু নবী করীম (সাঃ) এর জন্য ঐ শর্তগুলোর কোনটিই পালন করা জরুরী ছিল না। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনই তাঁকে এ বিশেষ সুযোগ দান করেছিলেন। তবুও তিনি মুমিনদের মতই স্ত্রীদের হক আদায় করেন।

শেষের কয়েকটি কথাঃ

১. গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায়, রাসূল (সাঃ) যে কয়টি বিয়ে করেছিলেন, তার প্রত্যেকটিতেই ইসলাম ও মুসলিম জাতির কোন না কোন বৃহত্তর স্বার্থ এবং মহত্তম কল্যাণ নিহিত ছিল। আর নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ই যে কেবল এরকম একাধিক বিয়ে করেছিলেন তা নয়, বরং ইব্রাহীম (আঃ), ইসহাক (আঃ), দাউদ (আঃ), সুলাইমান (আঃ) ও আরো অনেক নবীই একাধিক বিয়ে করেছিলেন। আর আল্লাহ্র বিধি মোতাবেকই তাঁরা একাধিক বিয়ে করেছিলেন।

২. নবী করীম (সাঃ) এর বয়স যখন পঁচিশ বছর তখন তিনি চল্লিশ বছর বয়স্কা বিধবা মহিলা খাদিজা (রাঃ) কে বিয়ে করেন। খাদিজা (রাঃ) এর বয়স যখন পঁয়ষট্টি বছর সে পর্যন্ত তিনি তাঁকে নিয়েই সংসার করেন। তাঁর নবুয়ত ঘোষনার পর, কাফির-মুশরিকরা নবী করীম (সাঃ) কে কবি, গণক, যাদুকর ও পাগল বলে কষ্ট দিয়েছিল কিন্তু কেউ কোন সময় তাঁকে কামুক বা ইন্দ্রিয়াসক্ত বলেনি। শুধু তাই নয়, তাঁকে তারা তাঁর মিশন থেকে ফিরানোর জন্য আরবের সবচাইতে সুন্দরী রমনীর সাথে বিয়ের প্রস্তাব দিলে, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। আর তখন নবী করীমের (সাঃ) বয়স ছিল চল্লিশ বছর আর মা খাদীজার (রাঃ) বয়স ছিল পঞ্চান্নোর্ধ বছর। এটাই হলো সত্য ইতিহাস।

সুতরাং সহজেই বুঝা যায়, নবী করীম (সাঃ) কেবল ইসলামের স্বার্থেই বিয়েগুলো করেছিলেন, ভোগ বিলাসের জন্য নয়।

আল্লাহ্ পাক বলেনঃ "[হে নবী (সাঃ)!] নিশ্চয়ই তোমার রব জানেন যে, তুমি রাতের প্রায় দু-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত, কখনও অর্ধরাত এবং কখনও এক-তৃতীয়াংশ রাত নামাযে দাঁড়িয়ে থাক।" (সূরা মুয্যাম্মিলঃ ২০ আয়াত)

"[হে নবী করীম (সাঃ)! তুমি লোকদের একথা বল] পূর্বে [অর্থাৎ নবুয়ত ঘোষনার আগে] আমি তোমাদের মধ্যে জীবনের একটা দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছি। তোমরা কি [সেটা থেকে আমার জীবনের পবিত্রতা সম্পর্কে কিছুই] বুঝতে পার না?" (সূরা ইউনুসঃ ১৬ আয়াত)

কোন একসময় নবীপত্নীগণ সম্মিলিতভাবে হুযুর (সাঃ) এর কাছে বর্ধিত খোরপোষের দাবী উত্থাপন করলে তিনি এক মাস বা ২৯ দিন স্ত্রীদের থেকে আলাদা থাকেন। অতঃপর আয়াত নাযিল হলোঃ "হে নবী করীম (সাঃ)! তুমি তোমার স্ত্রীদের বল, তোমরা যদি দুনিয়ার জিন্দেগী ও দুনিয়ার ভোগবিলাস চাও, তবে আস, আমি তোমাদেরকে কিছু দিয়ে ভালভাবে বিদায় করে দেই। [আর অন্য জায়গায় গিয়ে, ভোগবিলাসের সুযোগ নাও।] আর যদি আলাহ্ ও তাঁর রাসূলকে খুশী করতে চাও এবং আখিরাত চাও, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, তাদের জন্য মহান আলাহ্র বিরাট পুরস্কার রয়েছে। (সূরা আহ্যাব: ২৮, ২৯ আয়াত)

৩. উম্মুল মুমিনীনগণ পাক পবিত্র এবং সে কারণে তাঁরা সকলেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের রহমতপ্রাপ্তা।

আল্লাহ্ পাক বলেনঃ "[হে নবীর স্ত্রীগণ!] আল্লাহ্ তো চান, তোমাদের নবী-পরিবার থেকে ময়লা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পুরোপুরিভাবে পাক্-পবিত্র করে দিতে।" (সূরা আহ্যাবঃ ৩৩ আয়াত)

৪. নবীজী (সাঃ) যখন ইন্তেকাল করলেন, তখন ওমর (রাঃ) কাঁদছিলেন এবং নবীজীর (সাঃ) কার্যকলাপ সম্পর্কে কিছু কথা স্মৃতিচারণ করছিলেন। যার সামান্য একটু অংশ হলঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)! আপনি যদি কেবল আপনার সমগোত্রীয়দের সাথেই উঠাবসা করতেন, তবে আমরা কোনদিনও আপনার সাহায্য লাভে ধন্য হতাম না। আপনি যদি বিয়ে-শাদী না করতেন, তবে আমাদের কারো সাথেই আপনার আত্মীয়তা হতো না। আপনি যদি কেবল নিজ সঙ্গী-সাথীদেরকেই দস্তরখানে স্থান দিতেন, তবে আমাদের কেউ আপনার সাথে বসে খাওয়া-দাওয়া করার সুযোগ পেত না।

ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)! আপনি আমাদেরকে আপনার পাশে বসার সুযোগ দিয়েছেন, আমাদের মেয়েদের বিয়ে করেছেন, আপনি পশমের তৈরী কাপড় পরিধান করেছেন, গাধার উপর আরহণ করেছেন এবং সঙ্গে আমাদেরও বসার সুযোগ দিয়েছেন। আর ওগুলো সবই ছিল আপনার বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ।

আল্লাহ্ পাক আপনার প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন। আমিন।

সূত্রসমূহঃ

১. মাসিক মদীনা, আগষ্ট, ২০০১ ও ডিসেম্বর, ২০০৪।

২. তাফসীরে আশরাফীঃ মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ)।

৩. তাফসীরে মা'আরেফুল কোরানঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী (রঃ)।

৪. শব্দার্থে আল্ কোরআনুল মজীদঃ অনুবাদক জনাব মতিউর রহমান খান।

৫. বুখারী শরীফ ও মেশকাত শরীফ।

৬. সীরাতুন্ নবী (সাঃ)ঃ ইবনে হিশাম (রঃ)।

৭. সীরাতুন্ নবী (সাঃ)ঃ আল্লামা শিবলী নোমানী (রঃ)।

৮. যাদুল মাআদঃ হাফিজ ইবনে কাইয়িম (রঃ)।

৯. আর-রাহীকুল মাখতুমঃ মাওলানা সফিউর রহমান মুবারাকপুরী।

১০. আদর্শ মানবঃ মাওলানা ফজলুল করিম।

১১. সীরাতে ইবনে হিশামঃ অনুবাদক মাওলানা আকরাম ফারুক।

১২. বিশ্বসভ্যতায় মহানবীর (সাঃ) অবদানঃ মাওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম।

১৩. ইসলামী বিশ্বকোষঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ প্রণীত।

এই প্রবন্ধের সফ্‌ট কপি বা আরো প্রবন্ধের জন্য ভিজিট করুন www.talksofdeen.com

বুধবার, ১১ এপ্রিল, ২০১২
১৯ জুমাদা আল আওয়াল, ১৪৩৩
বুধবার, ২৮ চৈত্র, ১৪১৮